বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট

১। ট্রাস্টের গঠন: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষায়িত যোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, গবেষক ও একাডেমিশিয়ান তৈরির মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ফেলোশিপ প্রদানের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৮৫ কোটি ৯৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ অন সাইন্স এন্ড আইসিটি শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার মত চলমান কাজ একটি প্রকল্পের মাধ্যমে দীর্ঘদিন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বিধায় স্থায়ীভাবে ফেলোশিপ প্রদানে লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট গঠন করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয় এবং আইনটি জাতীয় সংসদে পাশের পর ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিগত ৪ মে ২০১৬ তারিখ হতে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট কার্যকর করা হয়। এই আইনের ৭ ধারা মোতাবেক মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়।

২। ফেলোশিপের ধরণ: এ ট্রাস্টের আওতায় দেশে-বিদেশে ২ বছর মেয়াদী এমএস বা সমতুল্য ডিগ্রি, ৪ বছর মেয়াদী ডক্টরাল ও ১ বছর মেয়াদী পোস্ট ডক্টরাল পর্যায়ে গবেষণা ও অধ্যয়নের জন্য ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়।

৩। ফেলোশিপের আওতায় গবেষণার বিষয়সমূহ:
পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, গণিত ও পরিসংখ্যান, জীব বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, পাবলিক হেলথ ও প্রিভেনটিভ মেডিসিন, জৈব প্রযুক্তি ও অনুজীব বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং ও স্থাপত্য বিদ্যা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কম্পিউটার সাইন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং, ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান, সমুদ্র বিজ্ঞান, অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মৎস্য বিজ্ঞান, পশু চিকিৎসা ও পশু পালন, কনভেনশনাল ও নন-কনভেনশনাল এনার্জি, জ্বালানি গবেষণা, নিউক্লিয়ার পাওয়ার, নিউক্লিয়ার টেকনোলজি, পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং, আরবান ও রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট প্লানিং, এক্সপ্লোরেশন অব মিনারেলস এন্ড পেট্রোলজি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং।

৪। ফেলোশিপ আবেদনকারীর যোগ্যতা:

(১) আবেদনকারীকে অবশ্যই বাংলাদেশি নাগরিক হতে হবে।

(২) **শিক্ষাগত যোগ্যতা:** ফেলোশিপ-এর জন্য স্বীকৃত শিক্ষাবোর্ড/ বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট/ডিগ্রীর মধ্যে ন্যূনতম ৩টি প্রথম বিভাগ/শ্রেণি/সমমান থাকতে হবে অথবা সিজিপিএ ৩.০০ (স্কেল ৪.০ এর ক্ষেত্রে) এবং সিজিপিএ ৪.০০ (স্কেল-৫.০০ এর ক্ষেত্রে) অথবা ৬০% বা তর্দূধ্ব নম্বর থাকতে হবে। শিক্ষা বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় ৩য় শ্রেণি/বিভাগ গ্রহণযোগ্য হবে না।

(৩) অন্য কোন সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে প্রস্তাবিত গবেষণার জন্য কোন প্রকার ফেলোশিপ/অনুদান গ্রহণ করেন না, এরূপ আবেদনকারী উপরোল্লিখিত বিষয়ে সার্বক্ষণিকভাবে অধ্যয়নরত/গবেষণারত/সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারভাইজার কর্তৃক চূড়ান্ত ভর্তির অফারপ্রাপ্ত হয়ে থাকলে উপর্যুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে এই ফেলোশিপের জন্য আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

(৪) **আবেদনকারীর বয়স:** আবেদন জমাদানের শেষ তারিখে এমএস কোর্সের ক্ষেত্রে অর্নূধ্ব ৪০ বছর, ডক্টরাল কোর্সের ক্ষেত্রে অর্নূধ্ব ৪৫ বছর, পোস্ট ডক্টরাল কোর্সের ক্ষেত্রে অর্নূধ্ব ৪৮ বছর।

৫। ফেলোশিপের জন্য আবেদন আহ্বান ও জমা প্রদানের পদ্ধতি:

(১) **আবেদন আহ্বান:** প্রতি অর্থ-বছরে দুইবার আবেদন আহ্বান করা হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও ট্রাস্টের ওয়েবসাইটে এবং ন্যূনতম ২টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে আবেদন আহ্বান করা হবে।

(২) **আবেদন ফরম সংগ্রহ ও জমাদান:** বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ট্রাস্ট কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে অনলাইনে/সরাসরি ট্রাস্ট বরাবর ফেলোশিপের জন্য আবেদন করতে হবে। বাছাই কমিটির মাধ্যমে সরাসরি/অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনসমূহ হতে ফেলোশিপ প্রদানের জন্য প্রার্থী বাছাই করা হবে।

মোহাম্মদ আবদুল মাননান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বঙ্গবন্ধু এসএন্ডটি ফেলোশিপ ট্রাস্ট
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বিসিএসআইআর ক্যাম্পাস, ঢাকা।